ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

PART-3
CC-12(SEM-5)

Presented by
Chandrani Ray
SACT
Jhargram Raj College

সন্দীপের কৃষক বিদ্রোহ (1769)

বঙ্গোপসাগরের বুকে কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে সন্দীপ অঞ্চলটির অবস্থান।সম্ভবত **‘স্বর্ণদ্বীপ’** নামক দ্বীপের থেকেই এই এলাকাটির নামকরণ **সন্দীপ** হয়েছে। নোয়াখালী জেলার এই দ্বীপগুলির আশি শতাংশ মানুষ ছিল মুসলিম।

- **পেশাগত পরিচয়:** সন্দীপ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের জীবিকা ছিল কৃষি।পাশাপাশি পেশাগত ভাবে *কর্মকার*, *সূত্রধর*, *ভুঁইমালি*, *বেহারা* প্রভৃতি শ্রমজীবীদের বসবাস ছিল।
- **বিদ্রোহের কারণ:**
- সন্দীপের অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল **চাঁদ খাঁর** ওপর। ব্রিটিশ আনুকূল্যে চাঁদ খাঁ পরবর্তীকালে জমিদার

হন এবং অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের নামে কৃষক প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। রাজস্বের মাত্রা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়েকে কেন্দ্র করে জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সন্দীপের কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

- উক্ত অঞ্চলে ইংরেজদের উপর স্নেহধন্য রাজস্ব সংগ্রাহক/আহাদদার ছিলেন **গোকুলদাস|** প্রথমে তিনি ছিলেন লবণ ব্যবসায়ী ও পরে তিনি সন্দীপ অঞ্চলে কোম্পানির দ্বারা জমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অত্যাচারী ও অর্থলোলুপ গোকুলদাস রাজস্ব সংগ্রহের নামে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করলে সন্দীপবাসী কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গোকুলদাসের শোষণ ও উৎপীড়ন ক্ষুব্ধ হয়ে বহু বনেদি জমিদারও এই কৃষক অভ্যুত্থানে যোগ দেন।

- গোকুল দাসের অসাধু উপায়ে জমিদারি অধিগ্রহণ ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সন্দীপের পূর্বতন জমিদার **আবু তোরপ চৌধুরী।** কিন্তু বিদ্রোহ চলাকালীন আবু তোরপ চৌধুরী নিহত হলে সন্দীপবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
- **তাৎপর্য:**
- এই বিদ্রোহ দ্বীপবাসী দরিদ্র ,অসহায় কৃষক শ্রেণীকে ব্রিটিশ তাঁবেদার জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যুগিয়ে ছিল ও কৃষক বিদ্রোহকে গৌরবান্বিত করেছিল।
- বিদ্রোহের সফলতা হলো — বিদ্রোহীরা জমিদারি হারানো পূর্বতন জমিদারদেরও পাশে পেয়েছিল।

রংপুর বিদ্রোহ(1783)

1783 খ্রীঃ জানুয়ারিতে রংপুর পরগনা জুড়ে ইজারাদার **দেবী সিংহের** বিরুদ্ধে কৃষক সম্প্রদায় যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তা রংপুর বিদ্রোহ নামে পরিচিত। কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেবী সিংহ জমিদার ও কৃষকদের উপর চরম অত্যাচার করেন।রাজস্ব মেটানোর জন্য মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ শোধ দিতে না পারলে কৃষককে ঘরবাড়ি ও জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো।বিদ্রোহীরা কোন প্রকার রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে।

- **বিদ্রোহের বলয়/ক্ষেত্র:** *কাকিনা*, *ফতেপুর*, *ডিমলা (রংপুর)*, *দিনাজপুর* ও *উত্তরবঙ্গের* অন্যান্য এলাকা।

- **নেতৃত্ব:** বিদ্রোহী কৃষকরা মিলিতভাবে জনৈক **নুরুলউদ্দিন** কে তাদের নেতা নির্বাচিত করে আন্দোলন শুরু করে। 1783 খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি তেপা গ্রামে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীরা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।রংপুর এলাকায় *ফতেপুর*, *ডিমলা*, *শাকিনা*, *কাহিরহাট*, *চাকলা* প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরা নুরুলউদ্দিন কে নেতা ও **দয়ারাম শীলকে** সহকারী নেতা নির্বাচিত করে স্থানীয় সরকার গঠন করে যার স্থায়িত্ব ছিল এক মাস। বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য নুরুলউদ্দিন *'ডিং খরচা'* নামে একটি চাঁদা ধার্য করেন।উত্তরবঙ্গের বহু হিন্দু মুসলমান কৃষক বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিদ্রোহের ফলে কোম্পানির রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।
- **বিদ্রোহের কারণ:**
- যথাযথ সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় কৃষক,প্রজা ও জমিদারদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলে ও রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষকদের কোন অব্যাহতি দেওয়া হতো না।
- মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে বা ঘর বাড়ির দলিল বন্ধক রেখে কৃষকরা রাজস্ব দেওয়ার চেষ্টা করত।
- খাজনা দিতে অপারগ হওয়ায় *মহুনার জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরানী*, *বামনডাঙ্গার জমিদার জগদীশ্বরী চৌধুরানী*, *তেপা গ্রামের জমিদার* সহ বেশকিছু জমিদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- **প্রত্যক্ষ সংঘাত:** বিদ্রোহীরা নুরুলউদ্দিনের নেতৃত্বে তীর,ধনুক, লাঠি ,বল্লম, বর্শা নিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মোগলহাট ও পাটগ্রামের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ

সেনাপতি **ম্যাকডোনাল্ডের** নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনা বিদ্রোহ দমন করতে সফল হয়। *22 শে ফেব্রুয়ারি 1783* বিদ্রোহ নুরুলউদ্দিনের সহকারি দয়ারাম শীল নিহত হন।

- **তাৎপর্য:**
- এই বিদ্রোহ আঞ্চলিক বিদ্রোহ রূপে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল।
- ইজারাদার প্রথার ভয়ঙ্কর পরিণতি কোম্পানি এই বিদ্রোহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে।
- এই বিদ্রোহ একাধারে জমিদার, ইজারাদার, তহসিলদারদের শোষণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রংপুর বিদ্রোহে সমাজের সব স্তরের মানুষ শেষ পর্যন্ত এক হয়ে কৃষক বিদ্রোহকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছিল।